পশ্চিমবঙ্গে সরকারী বাস-ট্রামে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সচেতন ও সহানুভূতিশীল এবং কিছু কিছু সুবিধাদানের ব্যবস্থা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সরকারী বাস-ট্রামে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ভ্রমণে যে সুবিধা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে বর্তমানে যদি কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত প্রকারের প্রতিবন্ধীগণ এই রাজ্যে সরকারী বাস-ট্রামে বিনাভাড়ায় ভ্রমণের সুযোগ পান :—

যিনি উভয় চোখেই দৃষ্টিহীন,
যাঁর মাত্র একটি পা আছে,

যিনি দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে অথবা জন্মগত কোন ত্রুটির ফলে অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে অক্ষম। মূক ও বধির ছাত্ররাও এই সুবিধা পান।

অন্য কোন প্রকারের প্রতিবন্ধী বিনাভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধা পান না।

উপরোক্ত প্রতিবন্ধীদের সংগীদের সরকারী বাস-ট্রামে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭১৮

ভিডিও ফিল্মের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনেমাজ (রেগুলেশন) অ্যাক্টের প্রয়োগ

ভিডিও ফিল্মের প্রকাশ্য প্রদর্শন ১৯৫৪'র ডবলু বি সিনেমা (রেগুলেশন) অ্যাক্টের অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় শর্ত সাপেক্ষ। সুতরাং ভিডিও ক্যাসেট, রেকর্ডার সেট, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার সেটের মাধ্যমে ফিল্মের প্রকাশ্য প্রদর্শনে সমস্ত স্থানের জন্য লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিটের ভিত্তিতে যে সমস্ত গাড়ি, টুরিস্ট কোচ এবং অমনিবাসে উপরোক্ত উপায়ে ভিডিও ফিল্ম দেখানো হবে সেগুলোর জন্যও লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। সেই মতো উপরোক্ত ভিডিও ফিল্মের সমস্ত রকম প্রকাশ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ১৯৮২'র ডবলু বি এন্টারটেনমেন্ট-কাম-অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স অ্যাক্ট (১৯৮৩ সালে সংশোধিত) প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী অবিলম্বে বলবৎ হবে।

লাইসেন্সবিহীন ভিডিও প্রদর্শন দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭১৭

পিছিয়ে থাকা মানুষের চোখে আশার আলো

এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশই তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। আজ এরা তাঁদের পিছিয়ে পড়া মানসিকতা কাটিয়ে সংস্কারমুক্ত হয়ে সত্যকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের পথে আগুয়ান হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মানুষদের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক গ্রামবাংলার অধিবাসী। কাজেই গ্রামেই মূলতঃ কল্যাণমূলক কার্যকলাপ হয়েছে কেন্দ্রীভূত।

আর্থিক সাহায্য ঃ

১৯৮২-৮৩ সালে ২,১০,৫৮৫ টি পরিবার স্বনির্ভরতা কর্মসূচীর অধীনে ঋণ ও অনুদান বাবদ পরিবারপিছু ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন।

সমবায় সমিতি ঃ

৬৬ টি বহুদায়তন বহুমুখী সমবায় সমিতি আদিবাসী মানুষদের উৎপন্ন সামগ্রী বিপণন ব্যবস্থায় নিযুক্ত আছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ন্যায্য দামে সরবরাহ করছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঃ

কৃষি, কুটির শিল্প, সেচ, মৎস্য চাষ, বন উন্নয়ন এবং পশুপালন ক্ষেত্রেও সার্বিক উন্নতি হয়েছে।

শিক্ষা ঃ

শিক্ষাগত কর্মসূচীতে যে সমস্ত সাহায্য দেওয়া হয় তা হলো—বই কেনার খরচ, হোস্টেলের থাকা খাওয়ার খরচ, অনাবাসিক আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ভাতা, আদিবাসী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে দেয় আবশ্যিক ফি, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিকেল ছাত্রদের জন্য বুক ব্যাংক। ১৯৮২-৮৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীতে মোট ৩ লক্ষ ৪০ হাজার তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে ঐভাবে উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশী।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মৌলিক অলচিকি হরফ সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে। বীরভূম ও ঝাড়গ্রামে আদিবাসী সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে ঃ

তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষিত থাকছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও সফলতার জন্য বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রেরও ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে এই মানুষেরা আর পিছিয়ে থাকবে না।

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭১৪

মনে রাখবেন

আপনার স্বার্থেই পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য

ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই
জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সময়, চাকুরীর দরখাস্তের জন্য, পাশপোর্ট করাবার ক্ষেত্রে এবং জীবনবীমা করার জন্য জন্মের প্রমাণপত্র অবশ্যই প্রয়োজন।

ঠিক তেমনি বীমা ও পেনসন সংক্রান্ত যোগাযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে কিংবা সম্পত্তি ঘটিত দাবীর নিষ্পত্তির জন্য মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র আবশ্যক।

প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু
নিকটবর্তী রেজিস্ট্রেশান
কেন্দ্রে জানাতে হবে।

শহর হলে পুরসভা বা কর্পোরেশন অফিস এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা গ্রাম পাবলিক হেলথ সারকেলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করাতে পারেন।

শহরে জন্মের সাত দিন ও মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দ দিন ও মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে তা নিবন্ধভুক্ত করা আবশ্যক।

মনে রাখবেন প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

সময়মত নথিভুক্ত
করলে সার্টিফিকেটের
একটি কপি বিনামূল্যে
পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

UPCO:A 84

গ্রন্থাগার—গণশিক্ষার একটি মাধ্যম

গ্রন্থাগার গণশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। দীর্ঘকাল অনাদৃত পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিক্ষানীতি এবং নবপর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থায় আওতায় গ্রন্থাগারের কাজ বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

গত সাত বছরে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১৬। এ ছাড়া ১৯৭১ সালের গ্রন্থাগার আইন এবং তার কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে আরো সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। যথাযথ কার্যনির্বাহ এবং উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি গ্রন্থাগার অধিকার ও একটি গ্রন্থাগার সংসদ।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুচিন্তিত অভিমত গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধাকে এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে খোলা হয়েছে শিশু বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে এর নজীর আর নেই।

১-১৪ বছর বয়সের যে সব ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক কারণে বা জীবিকার্জনের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্য খোলা হয়েছে ১৬,৬০০টি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র। গত ৪ বছরে এইসব কেন্দ্রে ১১·৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্জন করেছে। সরকারের ৩৪ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের ২২ হাজার কেন্দ্রেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ। এদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বই আমাদের কাছে অকৃত্রিম বন্ধু। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুফল পৌঁছে দেবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি সচেতন মানুষকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭১৯

যে সৌন্দর্য চিরদিনের

কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যা আমাদের চিরকালের সম্পদ। বাংলার তাঁত বস্ত্র ও হস্তশিল্প কালের করালগ্রাস উপেক্ষা করে আমাদের চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ আমাদের একান্ত নিজস্ব এবং গর্বের বস্তু।

বাংলার শান্ত, স্নিগ্ধ রূপের মতই এর হস্তশিল্পজাত সামগ্রীতে রয়েছে স্বপ্নের ছোঁয়া। গৃহসজ্জার উপকরণ থেকে শুরু করে গয়না, কাঁধে নেবার ব্যাগ, মাদুর, তাঁতের শাড়ি এমন কি শার্ট ও প্যান্টের কাপড়—সবেতেই রয়েছে নিপুণ শিল্পীদের প্রাণময় শিল্পবোধের স্পর্শ।

সময় এই ঐতিহ্যকে ম্লান করতে পারেনি।

নিজে বাছাই করবার জন্য আসুন 'তন্তুজ' বা 'তন্তুশ্রী'-তে। এখানে পাবেন তাঁতজাত বস্ত্রাদি। হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর জন্য আসুন 'মঞ্জুষা' অথবা গ্রামীণ শিল্প বিপণিগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭১৬

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামবাংলা এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে

স্বাধীনতা লাভ করার সময়ে আমরা চেয়েছিলাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো এই আকাংখিত সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে পটপরিবর্তন ঘটল। রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত -প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হল এক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, যাতে শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারিত হল। গ্রামের মানুষেরাও অনুভব করতে পারলেন যে স্থানীয় শাসন আসলে তাঁদেরই হাতে।

পঞ্চায়েতের নানান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যজীবনে এল নবজীবনের জোয়ার। ভূমিহীন শ্রমজীবীদের মধ্যে চাষের জন্য বন্টন করা হল সরকারের অধিকৃত নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি, আর গৃহহীনদের দেওয়া হল বাস্তুভিটা। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে জমির ওপরে ভাগচাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, তৈরি হল নতুন রাস্তা, এল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগসুবিধা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ও ক্ষুদ্র সেচের জন্য গৃহীত নতুন নীতিও সুফল এনে দিয়েছে। সমবায় ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কুটির শিল্প, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে নতুন সুযোগ। গ্রামের শ্রমজীবীরা এখন পাচ্ছেন নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী। তফশিলী জাতি ও উপজাতি সহ সমগ্র দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা। সমাজভিত্তিক বনসৃজন এবং নতুন বনভূমি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে নির্মল রাখার বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাংলাকে প্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭১৫

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় ৪১৮ কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৩ বৎসরে ৪,৩০০ প্রাথমিক ও ১,৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। যাহাতর লক্ষ শিশু অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিয়ানব্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এ ছাড়া যে সব শিশুকে এখনও পর্যন্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থায় আনা যায়নি তাদের আংশিক সময়ের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২/৮৩ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাব্বিশ লক্ষাধিক শিশুকে 'পুষ্টি কর্মসূচী'র আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ। আদিবাসী শিশুদের জন্য চার শ' পঁচাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আশি হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তিদান প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে।

নারী শিক্ষা এবং তফশিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষা প্রসারের ঝুল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৭২০

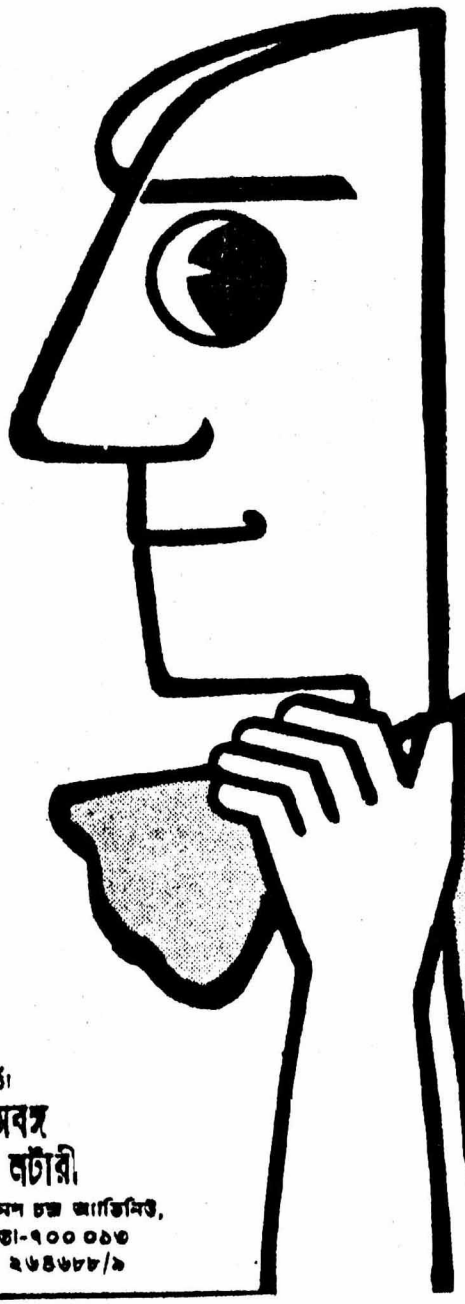

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
লটারীর
সাপ্তাহিক খেলা
প্রতি বুধবার
মোট পুরস্কারের সংখ্যা
৩৬ হাজারেরও বেশী
প্রতি টিকিট
এক টাকা
১,৫০,০০০
টাকা
প্রথম
পুরস্কার
এবং আরো অনেক পুরস্কার
অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য লটারী
৬৯, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন : ২৬৪৬৮৮/৯

IPB/84

Rs. Three only

Editor: SAROJ MUKHOPADHAYA

Office: Muzaffar Aharaad Bhavan, 31, Alimuddin Street, Calcutta-16